শকুনে নজর

বিদেশ থেকে স্যাটেলাইট ট্যাগ আসছে

নাগরাকাটা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিভিন্ন প্রজাতির পাখির পাশাপাশি পৃথিবী থেকে ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে শকুনকুল। ডাইক্লোফেনাক নামে একধরনের বিষকে শকুন বিলুপ্তির কারণ হিসেবে ধরা হয়। এই পাখিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে ২০০৬ সালে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত রাজাভাতখাওয়ার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে দেশের দ্বিতীয় শকুন প্রজননকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রজননকেন্দ্র বেড়ে ওঠা দুটি শকুনকে আকাশে ছাড়া হবে। তারই প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। যে দুটি শকুনকে ছাড়া হবে সেগুলি হিমালয়ান ডিসন প্রজাতির। শকুনের অন্য তিনটি প্রজাতি হল হোয়াইট ব্যাক, স্লেন্ডার-বিল ও লং-বিল্ড। এর মধ্যে হোয়াইট ব্যাক প্রজাতি বিপন্নতার শীর্ষে রয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজাভাতখাওয়ায় একটি রিলিজ অ্যাভিয়ারি গড়ে তোলার কাজ শেষ হয়েছে। প্রথমে শকুন দুটিকে সেখানেই ছাড়া হবে। খাদ্যসংগ্রহে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তাই খাবার ও জল দেওয়া থাকবে। সেখানে অন্য পাখিদের আনাগোনাও থাকবে। এভাবেই তারা প্রকৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের মানিয়ে নেবে। তারপর একসময় উড়ে যাবে নিজেদের প্রকৃতিগত মুক্তাঞ্চলে। পাশাপাশি শকুন দুটির গতিবিধি নজরে রাখার জন্য ব্যবহার করা হবে স্যাটেলাইট ট্যাগ যা আসছে আমেরিকা থেকে। দুটি শকুনের জন্য আপাতত দুটি ট্যাগ আসবে। ওই প্রযুক্তির মাধ্যমেই ২৪ ঘণ্টা ওদের ওপর নজরদারি রাখা হবে।

বনকর্তারা জানান, শকুন দিনে ১০০ কিলোমিটার ওড়ে। তাই তাদের ছাড়ার আগে প্রতিবেশী দেশ ও রাজ্যগুলিকে বিষয়টি নিয়ে ওয়াকিবহাল করতে চাইছে বন দপ্তর। আগামী ২২ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি শকুন ছাড়া নিয়ে চালসায় একটি আন্তর্জাতিক স্তরের কর্মশালা হবে। তাতে অসম, মেঘালয়, সিকিমের পাশাপাশি ভারত সরকারের বনকর্তারাও উপস্থিত থাকবেন। নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের প্রতিনিধিদেরও সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ওই কর্মশালার পরই শকুন ছাড়ার দিনক্ষণ ঠিক হবে।

বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'প্রজননকেন্দ্রর শকুন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রস্তুতি চলছে।' বক্সা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্ট-এর ফিল্ড ডাইরেক্টর শুভঙ্কর সেনগুপ্ত বলেন, 'এই প্রথম এখানে শকুন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এজন্য রিলিজ অ্যাভিয়ারি তৈরি করা হয়েছে।'

চিতাবাঘের হানাদারি রুখতে

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকালয়ে চিতাবাঘের হানাদারি রুখতে বিভিন্ন চা বাগানের সেচনালা পরিষ্কার করতে বন দপ্তর উদ্যোগী হয়েছে। ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে কীভাবে বন্ধ, পরিত্যক্ত বা সদ্য খুলে যাওয়া বাগানের ঝপঝাড় পরিষ্কার করা যায় সে বিষয়ে দপ্তর জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, চিতাবাঘ জঙ্গল ছাড়াও বাইরে লাগোয়া বড়ো নর্দমা, ঝপঝাড়ের পাশাপাশি চা বাগানের সেচনালার ভিতর স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে থাকতে ভালোবাসে। একারণেই গ্যারগান্ডা, বান্দাপানি, মুজনাই, ঢেকলাপাড়া, বীরপাড়া চা বাগানগুলির আশপাশে চিতাবাঘের হানাদারির ঘটনা বেড়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, 'চালু চা বাগানে চিতাবাঘের উপদ্রবের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ও পরিত্যক্ত বাগানগুলিতে আগাছার পরিমাণ বেড়েছে। এমন বেশকিছু বাগানকে চিতাবাঘ তাদের বাসস্থানে পরিণত করেছে। সমস্যা মেটাতে আমরা উদ্যোগী হয়েছি। টহলদারি বাড়ানোর পাশাপাশি পর্যাপ্ত প্রচার করা হচ্ছে।' এ নিয়ে আতঙ্কের কিছু নেই বলে বনকর্তা জানিয়েছেন।

চেল নদীতে সেতুর দাবি পূরণ হয়নি

হতাশ পদ্মশ্রী করিমুল

> প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুইবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমাকে চেলের উপর সেতু তৈরির আশ্বাসও দিয়েছিলেন। অথচ ৮ ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়ির জনসভায় চেল নদীর উপর সেতু নিয়ে একটি কথাও বললেন না তিনি। এমনকি আমি সভাতে যাওয়ার আমন্ত্রণও পেলাম না। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব।
>
> –করিমুল হক

কৌশিক দাস ● ক্রান্তি

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ চেল নদীতে সেতুর দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভের আবহ ক্রান্তিতে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী চেল নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য না করায় মাল ব্লকের ছয় লক্ষ মানুষের সঙ্গে হতাশ পদ্মশ্রী করিমুল হকও। প্রধানমন্ত্রীর সভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার নেতা-মন্ত্রীরা এসে চেল নদী পরিদর্শন করে সেতু নির্মাণের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। কিন্তু বাসিন্দাদের দাবি আর পূরণ হয় না। তাঁরা জানিয়েছেন, তেপথা মোড় থেকে নদী পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেতু না হলে তা কোনো কাজে আসবে না। কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে জল কম থাকায় গ্রামবাসীরা হেঁটে অথবা সাইকেল, বাইক সহ ছোটো গাড়ি নিয়ে নদী পার হতে পারেন। কিন্তু বর্ষাকালে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। তখন অধিকাংশ মানুষ লাটাগুড়ি কিংবা আপালচাঁদ ফরেস্টের রাস্তা দিয়ে অনেকটা ঘুরে মালবাজার যেতে বাধ্য হন যা একাধারে খরচ এবং সময়সাপেক্ষ। করিমুল হক বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দুইবার সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি আমাকে চেলের উপর সেতু তৈরির আশ্বাসও দিয়েছিলেন। অথচ ৮ ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়ির জনসভায় চেল নদীর উপর সেতু নিয়ে একটি কথাও বললেন না তিনি। এমনকি আমি সভাতে যাওয়ার আমন্ত্রণও পেলাম না। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হব।' তিনি জানান, চেল নদীতে সেতু হলে মাল ব্লকের ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কমপক্ষে ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন।

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সহসভাপতি কমলেন্দু দেবশর্মা প্রধানমন্ত্রীর সভায় করিমুলকে আমন্ত্রণ না জানানোর জন্য প্রশাসনকে দায়ী করে বলেছেন, 'প্রশাসন নানাভাবে টালবাহানা করছিল। সেই কারণে করিমুল সাহেবকে আমরা আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি। এজন্য আমরা দুঃখিত। তবে চেল নদীতে সেতু একমাত্র কেন্দ্রের বিজেপি সরকারই করতে পারে।' তৃণমূল নেতা পঞ্চানন রায় বলেন, 'চেল নদীতে সেতুর জন্য রাজ্য সরকার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। খুব শীঘ্রই হয়তো টেন্ডার ডাকা হবে।'

পরপর তিন কন্যা হওয়ার জের

উঠোনে চিতা সাজিয়ে পুড়িয়ে খুন বধূকে

হবিবপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পরপর তিন কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার অপরাধে এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে খুনের অভিযোগ উঠল শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে। অগ্নিদগ্ধ ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয় রবিবার রাতে মালদা মেডিকেলে। ওই গৃহবধূর নাম মণিকা ভুঁইমালি। বছর ৩৫-এর ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ি কালিয়াচকের বাহাদুরপুর গ্রামে। তাঁর বিয়ে হয় হবিবপুরের ধুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলাসন গ্রামে। স্বামী পেশায় ট্যাক্সিচালক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পরিবারের অভিযোগ, পরপর তিনবার কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন ওই গৃহবধূ। দাবিমতো ওই গৃহবধূ শ্বশুরবাড়িকে দিতে পারেননি কোনো পুত্রসন্তান। এ নিয়ে পরিবারে অশান্তি অনেক দিন ধরেই চলছিল। গত বুধবার অশান্তি চরম আকার নেয়। এই নিয়ে দাদার কাছে সব জানান তিনি। দাদা বোনকে বাড়ি চলে আসতে বলেন। গৃহবধূ বাবার বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তাঁকে যেতে বাধা দিয়ে পুড়িয়ে মারার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, বাড়ির উঠোনেই চিতা সাজিয়ে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। মৃতার পরিবারের এমনই অভিযোগ স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। বুধবারই স্থানীয় গ্রামবাসীরা সংকটজনক অবস্থায় ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করেন। রবিবার রাতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হেরে যান ওই গৃহবধূ।

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, ওই গৃহবধূর শরীরের অধিকাংশই পুড়ে গিয়েছিল। তাঁকে বাঁচানোর সবরকম চেষ্টা করা হয়েছিল বার্ন ইউনিটে রেখে।

ওই গৃহবধূর বাবার বাড়ি ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম মণিকা ভুঁইমালি (৩৫)। তাঁর বাবার বাড়ি কালিয়াচক থানার বাহাদুরপুর গ্রামে। হবিবপুরের তিলাসন গ্রামের বাসিন্দা পেশায় ট্যাক্সিচালক টগর ভুঁইমালির সঙ্গে বিয়ে হয় মণিকার। মণিকাদেবীর এক দাদা শ্রীরাম সাহা বলেন, ১২ বছর আগে মণিকার বিয়ে হয়েছিল টগর ভুঁইমালির সঙ্গে। বিয়ের পর প্রথম কন্যাসন্তানের জন্ম দেন তাঁর বোন। তারপর থেকেই তাঁর বোনের উপর বোনের স্বামী, শ্বশুর, ননদ সকলেই নানাভাবে অত্যাচার করতে থাকে। এরপর আরও একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন মণিকা। সঙ্গে বাড়তে থাকে পারিবারিক অশান্তি ও অত্যাচার। অবশেষে তৃতীয় সন্তানটিও হয় কন্যা। এই তিন কন্যাসন্তানের নাম বিউটি (৭), শিউলি (৬) এবং শিল্পী (২)। পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে না পারায় বোনের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে বলে জানান মণিকাদেবীর দাদা। মণিকাদেবীর দাদা শ্রীরাম সাহা বলেন, পরিবারের অশান্তি মেটাতে অনেকবার গ্রামে সালিশি হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর বোনকে পুড়িয়েই মারল বোনের স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তাঁরা হবিবপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ঘটনার পর। তাঁর বোনের স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির লোকজন, যারা তাঁর বোনকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পরেই অভিযোগ পেয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ওই গৃহবধূর পুত্রসন্তান না হওয়া এবং পরপর কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ার কারণে পারিবারিক অশান্তির ফলেই গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারতে আগুন ধরিয়ে ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে। তবে পুলিশসূত্রে অভিযোগ প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে তদন্ত শুরুর কথা জানানো হয়েছে।

মৃত গৃহবধূর পরিজনদের দাবি, মণিকাদেবী অগ্নিদগ্ধ হয়ে জখম অবস্থায় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার সময় জানিয়েছিলেন, গত বুধবার বাড়ির উঠোনে চিতা সাজিয়ে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। এই ঘটনায় জখম গৃহবধূর স্বামী টগর ভুঁইমালি, শ্বশুর বাদল ভুঁইমালি, শাশুড়ি সুলেখা ভুঁইমালি এবং এক ননদ বিশাখা ভুঁইমালির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

কী ঘটেছিল

বুধবার বাড়ির উঠোনেই চিতা সাজিয়ে গৃহবধূর হাত-পা বেঁধে গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

স্থানীয় গ্রামবাসীরা সংকটজনক অবস্থায় ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভরতি করেন।

রবিবার রাতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হেরে যান ওই গৃহবধূ।

রামশাইয়ের মেদলা ক্যাম্পে চলছে হাতি সাফারি। ছবি ঃ অর্ঘ্য বিশ্বাস

সার কিনতেও আধার

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সারের কালোবাজারি, ভেজাল সারের অবৈধ কারবার এবং ভরতুকির টাকা সময়মতো পাওয়ার জন্য সার কিনতে আধারকার্ড বাধ্যতামূলক করল কেন্দ্রীয় সরকার।

কৃষিক্ষেত্রে সারের কালোবাজারি নিয়ে মাঝেমধ্যেই অভিযোগ তুলে থাকেন কৃষকরা। বিশেষ করে গ্রামীণ প্রত্যন্ত এলাকায় এ ধরনের অভিযোগ বেশি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র সারের কালোবাজারি নয়, অনেক সময় ব্র্যান্ডেড কোম্পানির নকল মোড়কে মোড়া সার কিনেও কৃষকরা প্রতারিত হয়ে থাকেন। এমন অভিযোগ মাঝেমধ্যেই কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা কৃষকদের তরফে পেয়ে থাকেন। তাঁরা প্রতারণার শিকার হলেও নির্দিষ্ট প্রমাণ না থাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না দপ্তর। একইভাবে অনেক সময় সারের বস্তা বা প্যাকেটের গায়ে থাকা সর্বোচ্চ মূল্যের বেশি দামে বাজারে সার বিক্রি হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এসব কারণেই সরকার থেকে আধারকার্ড দিয়ে সার কেনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আধারকার্ডের মাধ্যমে সার কিনলে ব্যবসায়ী কৃষককে প্রিন্ট করা রসিদ দিতে বাধ্য থাকবেন। রসিদে সার কেনার বিস্তারিত তথ্য হিসেবে যেমন সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানের নাম থাকবে, তেমনি ওই ব্যবসায়ী যদি সারের নির্দিষ্ট মূল্যের বেশি নিয়ে থাকেন বা ভেজাল সার বিক্রি করে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে কৃষকের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই রসিদের সূত্র ধরে কৃষি দপ্তর তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। অপরদিকে, কেন্দ্রীয় সরকার কিছু সারের ক্ষেত্রে ভরতুকি প্রদান করছে। কিন্তু এক শ্রেণির খুচরো ব্যবসায়ী কারচুপি করে সেই সুবিধে কৃষকদের প্রদান করছেন না বলেও অভিযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে আধারকার্ড দিয়ে সার কিনলে কৃষক সহ ডিস্ট্রিবিউটার এবং কোম্পানিগুলোর সরকারের থেকে ভরতুকির টাকা পেতে সমস্যা হবে না।

জলপাইগুড়ি কৃষি দপ্তরের সহকারী কৃষি অধিকর্তা (শস্যরক্ষা) প্রিয়নাথ দাস বলেন, 'আধারকার্ড দিয়ে সার কিনলে সরকারের কাছে ওই কৃষকের একটি ডেটা চলে যাবে। এরফলে দেশে কত কৃষক রয়েছেন তারও একটা ডেটাবেস তৈরি হয়ে যাবে। পাশাপাশি আধারকার্ড দিয়ে সার কিনলে কৃষকদের প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে না। সেইসঙ্গে ভরতুকিরও সুবিধা পাওয়া যাবে। এসব কারণে আমরা কৃষকদের বলব, তাঁরা যেন সবসময় আধারকার্ড দিয়ে সার কেনেন।'

হাতির হানা থেকে মুক্তি পেতে দাবি গ্রামবাসীদের

বানারহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ হাতির হানা থেকে মুক্তি পেতে বাগানে একাধিক ওয়াচ টাওয়ার, হাতি তাড়ানোর জন্য বাগানে স্থায়ী ক্যাম্প এবং সার্চলাইট বিলি সহ একাধিক দাবি জানালেন কারবালা চা বাগানের বাসিন্দারা। সোমবার বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের উদ্যোগে কারবালা চা বাগানের জুনিয়ার হাইস্কুলে মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাত বিষয়ক এক আলোচনা শিবিরে তাঁরা এই দাবিগুলি জানান।

ডুয়ার্সের বিন্নাগুড়ি রেঞ্জ এলাকার যে চা বাগানগুলিতে হাতির উপদ্রব সব থেকে বেশি তার অন্যতম কারবালা চা বাগান। সন্ধের পর শ্রমিক মহল্লায় হাতি ঢুকে পড়া, খাবারের খোঁজে ভাঙচুর চালানো ইত্যাদি যেন রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে এখানে। সে কারণে এদিন বাগানের বাসিন্দাদের নিয়ে শিবিরের আয়োজন করে বন দপ্তর। জানা গিয়েছে, দাবি জানানোর পাশাপাশি নানা বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন বাসিন্দারা। রেঞ্জার অর্ঘ্যদীপ রায় বলেন, 'কীভাবে বন্যপ্রাণী ও মানুষের সংঘাত কমিয়ে আনা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা হয় শিবিরে। এছাড়া গ্রামবাসীদের বোঝানো হয়, চা বাগানের ছায়াগাছ কাটার জন্য অনুমতি দেওয়ার সময় বাগান কর্তৃপক্ষকে কিছু ছাড় দেওয়া হয় এই শর্তে যে, ওই টাকায় তাঁরা শ্রমিকদের জন্য কিছু করবে। চা বাগান চাইলে ওই অর্থে দু'চারজন কর্মী নিয়োগ করে পাহারার ব্যবস্থা করতেই পারে।' বাসিন্দাদের অন্য দাবিগুলি নিয়ে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন।

বেদখল হয়ে যাওয়া জমি পরিদর্শন করছেন ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান।

বেদখল হচ্ছে ওয়াকফ বোর্ডের জমি

জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যে ওয়াকফ সম্পত্তি অধিকাংশই বেদখল হয়ে যাওয়ায় রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের অধীনে সেই সম্পত্তি নথিভুক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে। সোমবার জলপাইগুড়িতে এক সাক্ষাৎকারে এই তথ্য দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল গণি। তিনি জানান, রাজ্যে লক্ষাধিক বিঘা জমি বোর্ডের রেকর্ডের বাইরে থেকে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলাতেই সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের প্রায় ৩ হাজার বিঘা জমি এখনও পুনরুদ্ধার করা যায়নি। লোকসভা ভোটের পর জেলায় জেলায় কর্মশালা করা হবে যাতে ওয়াকফ সম্পত্তি রেকর্ডভুক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান জানান, কলকাতায় বহু গুরুত্বপূর্ণ এলাকার ওয়াকফ সম্পত্তি শুধু বেদখলই হয়নি, কয়েক কোটি টাকায় বিক্রিও হয়ে গিয়েছে।

জলপাইগুড়ির শিল্পসমিতি পাড়ায় ২৩ কাঠা এবং বেগুনটারিতে ৮ কাঠা ওয়াকফ জমিতে গড়ে ওঠা মাল্টি কমপ্লেক্সকে আইনি নোটিশ দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, 'বামফ্রন্ট সরকার ২০07 সালে সমীক্ষা করে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার বিঘা ওয়াকফ জমির হিসেব দিয়েছিল। পরে জানা যায়, তার মধ্যে ৮ হাজার বিঘা খাস এবং ১০ হাজার বিঘা জমি বেদখল হয়ে যায়।'

রবিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলার পাতকাটা সর্দারপাড়ার চা বাগান, রাজগঞ্জ ব্লকের গাড়রার নবগ্রামে সীমান্তের দু'পাশের চা বাগান, মাল ব্লকে নেপুচাপুর, বড়দিঘি চা বাগানের জমি সহ জলপাইগুড়ি শহরে ওয়াকফ বোর্ডের অধীন সোনাউল্লা ওয়াকফ এস্টেটের প্রায় বেদখল হয়ে যাওয়া ১ হাজার বিঘা জমি সরেজমিন পরিদর্শন করেন।

স্মারকলিপি

মাদারিহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে পর্যটকদের নিয়ে ভ্রমণের জন্য মাদারিহাটে রয়েছে ২৫টি জিপসি গাড়ি। জলদাপাড়া জিপসি ওনার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক গণেশ ছেত্রী, সভাপতি কার্তিক দাস বলেন, এই ২৫টি গাড়ির মধ্যে অনেক গাড়ি ফাঁকা পড়ে থাকছে। কারণ পর্যটকের সংখ্যা তলানিতে। আর এর ফলে তাঁদের গাড়ির ব্যাংকের মাসিক কিস্তি ও মেরামতের খরচ জোগাতেই নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। এর মধ্যে বন দপ্তর থেকে আবার অন্য এলাকা থেকে একটি গাড়িকে মাদারিহাটে আনা হয়েছে। ফলে আরও সমস্যা বেড়েছে। এর প্রতিবাদে সোমবার তাঁরা জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষকের মাধ্যমে বনাধিকারিককে ডেপুটেশন দিয়েছেন। যদিও সংরক্ষক বিমল দেবনাথ না থাকায় তাঁর হয়ে দাবিপত্র নিয়েছেন প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বিভাগের রেঞ্জার কৃষ্ণেন্দু আদক। এদিকে গণেশবাবু বলেন, '৭ দিন সময় দেওয়া হয়েছে। বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।'

সেবা দেয় Seal Pack,বাকি হার্বাল খোলা ঔষধ দিয়ে ঠকাবে
২১ বছর ধরে উত্তরবঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ, ভারত বিখ্যাত ডাক্তার
INDIA NO 1 Best SEX মেডিসিন ও ট্রিটমেন্ট
আমাদের-৭টি ভাবনার শ্রেষ্ঠ গুনমানের ঔষধ (কারও নেই)
মাত্র ৭০০ টাকা ও ১১৫০ টাকা সহবাসে অক্ষমতা, শীঘ্রপতন, স্বপ্নদোষ ধাতুরদোষ, লিঙ্গ/সরু/বাঁকা/পাতলা
১০০% গ্যারান্টি প্রথম দিন থেকে কাজ শুরু
মদ ও ড্রাগের নেশা থেকে চিরমুক্তি ৫ দিনে ৫০০/-, ১০ দিনে ১০০০/-
AMERICAN লিঙ্গবর্ধক যন্ত্র ও RUSSIAN TITAN GEL পাওয়া যায়
ঘরে বসে ঔষধ নিন 97331-03868
সেবা হারবাল ®
শিলিগুড়ি পানিট্যাঙ্কি মোড়- 9933545917

দুর্বল সেতুই ভরসা শ্রীপুরের

নিবারণ দাস ● টুঙ্গিদিঘি

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দিনে-রাতে বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলাচলই যেন বিধিলিপি হয়ে গিয়েছে শ্রীপুরের গ্রামবাসীদের। করণদিঘি এবং চাকুলিয়ার মাঝামাঝি অবস্থিত শ্রীপুর গ্রাম। এটি উত্তর দিনাজপুর জেলার অনুন্নত গ্রামগুলির মধ্যে অন্যতম। এই গ্রামে কোনো হাইস্কুল নেই।

তাই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য এখানকার ছেলেমেয়েদের ছুটতে হয় দূরদূরান্তে। তবে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই সাধারণত এসে ভরতি হয় দমদমা উচ্চবিদ্যালয়ে। যার ফলে তাদের অনেকটাই পথ আসতে হয়। তবে পথের দূরত্বের চেয়েও যেন বড়ো সমস্যা হয়ে আছে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বিতানু নামের মরা নদীটি। শীতকালে এর জল একটু কমে এলেও পুরোপুরি শুকিয়ে যায় না। আর বর্ষাকালে নদী ফুলেফেঁপে ওঠে। ফলে শীত, গ্রীষ্ম সবসময়ই এলাকার মানুষের উদ্যোগে তৈরি বাঁশের সেতু দিয়ে স্কুলে আসতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। ছাত্রছাত্রীরা ছাড়াও গ্রামের অগণিত মানুষকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বা নানা কাজে সেতু পেরিয়ে আসতে হয় এপারে। এপারের লোকজনকেও নানা কারণেই যেতে হয় ওপারে। আর সকলেরই এপার-ওপারের একমাত্র সম্বল হল বাঁশের তৈরি দুর্বল সেতুটি। স্থানীয় বাসিন্দা শ্রবণ দাস বলেন, 'ছোটোবেলা থেকেই আমি এই দুর্ভোগের সাক্ষী। অনেক সময়ই সেতুর দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ। তবে প্রশাসন কোনো সবুজ সংকেত দেখায়নি। প্রশাসনের দাবি, এলাকার অনতিদূরে নিচামারি ব্রিজ আছে। এত কাছাকাছি নতুন ব্রিজ তৈরি করার কোনো দরকার নেই। ভৌগোলিক দিক থেকে নিচামারি ব্রিজ এই এলাকার কাছে হলেও অনেকটা ঘুরপথে যেতে হয় সেখানে। আর তাই যাত্রাপথ খানিকটা কমিয়ে নিতে অনেকদিন থেকেই সকলেই ব্যবহার করে আসছেন এই বাঁশের সাঁকোটি।'

স্থানীয় শিক্ষক ইব্রাহিম বলেন, 'চাকরি পাওয়ার পর থেকেই এলাকার বাসিন্দাদের এই সমস্যাটি দেখে আসছি। এতদিনে দেশের অনেক জায়গায় অনেক কিছু হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তবে এই সমস্যাটির কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েনি। তখন যেভাবে এলাকার মানুষ পারাপার করত, এখনও তাই করে। দুর্ঘটনার কথাও প্রায়ই কানে আসে। আর দুর্ঘটনাকে উপেক্ষা করে একপ্রকার বাধ্য হয়েই পারাপার করতে হয় এলাকার মানুষকে। উচ্চশিক্ষার জন্য পড়তে আসতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। প্রশাসন যদি একটু

SBI
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, শিলিগুড়ি
হোম ল্যান্ড বিজনেস সেন্টার, দোতলা, ৩ মাইল, সেভক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহযোগে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা জনসাধারণকে এক ঋণগ্রহীতাকে/দের এবং গ্যারান্টারকে/দের বিশেষভাবে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধককৃত/চার্জকৃত নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার প্রকৃত স্বত্বাধিকার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক, সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, কোচবিহার খাগড়াবাড়ি রিলিফ সার্ভিস (ঋণগ্রহীতা) থেকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কাছে বকেয়া ১৯.০১.২০১৯ অনুযায়ী টা. ১,৪৯,০১,৮৮২.১০ (এক কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ এক হাজার আটশত বিরাশি টাকা ও দশ পয়সা মাত্র) তৎসহ ২০.০১.২০১৯ থেকে কার্যকরী সুদ ও অন্যান্য ব্যয় পরিশোধের জন্য ২৮.০২.২০১৯ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা যেমন আছে' এবং যা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। সম্পত্তির যথাক্রমিক রিজার্ভ মূল্য ও বায়না অর্থ জমা যথাক্রমিক স্তম্ভে নীচে দেখানো হবে এবং বায়না অর্থ ২৬.০২.২০১৯-এ বা তার আগে ব্যাংক জমা দিতে হবে।

সম্পত্তির বিবরণ	রিজার্ভ মূল্য ইএমডি@১০% দর বৃদ্ধি মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
মৌজা-মহিষবাথানে প্রায় ২ বিঘা ১৫ কাঠা ১৫ ধুর পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ ও ভাগ, জে. এল. নং-৮৮, ঠক নং-১০২৮, তৌজি নং-৬, আর.এস খতিয়ান নং-৩১৪, এল.আর খতিয়ান নং-১৪৫৭, আর.এস প্লট নং-৭৯৫, ৭৯৪, ৮৯৮, এল.আর প্লট নং-১৭৩২, ১৭১৩, ১৬৯৮, থানা- কোতোয়ালি, পরগনা- বিহার, জেলা- ২৬/০৮/২০০৮ তারিখের পাঠ্য ডীড নং I-৩৪০৫ অনুযায়ী কোচবিহার। সম্পত্তিটি খাগড়াবাড়ি রিলিফ সার্ভিসের নামে অবস্থিত (কোচবিহার কে আর এস) সীমা ও সীমানা (ডীড অনুযায়ী)ঃ- উত্তর ঃ অন্যরাম বর্মন ও অজিত বর্মন, দক্ষিণ ঃ স্বপন নাগ ও অন্যান্য, পূর্ব ঃ সমীর সাহা ও অন্যান্য, পশ্চিম ঃ গ্রেভারলেড রোড।	টা. ৩৮.৩৯ লাখ টা. ৩.৮৪ লাখ টা. ৫,০০০/-	২৮.০২.১৯-এর সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩ টার মধ্যে ৫ মিনিটের অসীম সম্প্রসারণ সহ।

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in-এর প্রদত্ত লিঙ্ক এবং এই বিশেষ ই-অকশনটির জন্য তৈরি লিঙ্ক- https://sbi.auctiontiger.net দেখুন।

স্বা/-
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, শিলিগুড়ি

স্থান ঃ শিলিগুড়ি
তারিখ ঃ ১২/০২/২০১৯